সংবাদ
তারিখ 05 MAY 2005
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

দলীয় রাজনীতির শিকার রাজধানীর কয়েকটি নামিদামি স্কুল

স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি নিয়ে রাজনীতির কারণে হুমকির মুখে পড়েছে রাজধানীর কয়েকটি নামিদামি স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম। অভিভাবকদের মধ্যে শুরু হয়েছে দলাদলি। এতে জড়িয়ে পড়ছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারাও। উত্তপ্ত হয়ে উঠছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ম্যানেজিং কমিটির দ্বন্দ্বে প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষের পদ নিয়েও রীতিমতো লড়াই চলছে দু'পক্ষের মধ্যে। এ নিয়ে হাতাহাতি ও পুলিশ ডাকার ঘটনাও ঘটেছে। ম্যানেজিং কমিটির দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রয়েছে রাজধানীর প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল, সিদ্ধেশ্বরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, প্রভাতী বিদ্যানিকেতন প্রভৃতি। রাজনীতি ও দলাদলির কারণে উল্লিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বর্তমানে চরম নৈরাজ্য বিরাজ করছে। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর জীবনে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এ দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও নৈরাজ্য চললেও এ ব্যাপারে কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। ফলে সংঘাত অনেক ক্ষেত্রে সংঘর্ষে পরিণত হচ্ছে।

মূলত ১৯৯৭ সালে জেলা প্রশাসকের বদলে এমপিকে প্রধান করে কমিটি করার আদেশ জারির পরই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে রাজনীতি ঢুকে পড়ে। রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হওয়ায় এমপিরা ম্যানেজিং কমিটিতে তাদের অনুগত দলীয় ব্যক্তিদের দেখতে চায়। এজন্য তারা প্রভাব খাটাতে শুরু করে। কখনও নির্বাচিত কমিটি ভেঙে দিয়ে পছন্দের ব্যক্তিদের নিয়ে এডহক কমিটি গঠন, অনুগত ব্যক্তিদের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হিসেবে ঢুকিয়ে আনতে নানা রকম কারসাজি শুরু হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের ওপরও চাপ প্রয়োগ বাড়তে থাকে। পছন্দের লোকদের প্রতিষ্ঠানের প্রধান বানানো, অপছন্দের লোকদের ছাঁটাই ইত্যাদি নিয়মবহির্ভূত বিভিন্ন উদ্যোগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাভাবিক শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে।

আগে যা ছিল সীমিত আকারে, বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এখন ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দখলের এই হীন খেলা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এই দলীয়করণ ও দখলদারিত্ব থেকে রাজধানীর নামকরা স্কুলগুলোও মুক্ত থাকছে না। উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের অধ্যক্ষ সালমা রহমানকে অব্যাহতি দিয়ে স্কুলের জুনিয়র শিক্ষক মোহসীনা খানকে অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয় গত ফেব্রুয়ারি মাসে। ম্যানেজিং কমিটির এ সিদ্ধান্ত নিয়ে দ্বন্দ্ব, সংঘাত, মামলা এমনকি হাতাহাতি পর্যন্ত হয়েছে। বর্তমানে স্কুলে পুলিশ পাহারায় ক্লাস চলছে। সিদ্ধেশ্বরী স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে গত ১৬ ডিসেম্বর রাতে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সাবেরা বেগম ও তার মেয়ে শম্পা খুন হন। এ দ্বন্দ্ব এখনও অব্যাহত রয়েছে। মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন নিয়েও তীব্র বিরোধ চলছে। অভিভাবক তো বটেই, শিক্ষক-শিক্ষিকারাও এ বিরোধে জড়িয়ে পড়েছেন। দ্বন্দ্ব ও বিরোধের কারণে আপাতত নির্বাচন স্থগিত থাকলেও, শিক্ষক ও অভিভাবকদের রাজনৈতিক তৎপরতার কারণে শিক্ষার স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে ম্যানেজিং কমিটির দখল নিয়ে সবচেয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে রাজধানীর অন্যতম প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে। এখানে সরকারি দলের স্থানীয় এমপির আজ্ঞাবহ এডহক ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শেখ সবদার আলীকে অব্যাহতি দেন। এখানেও পাঁচ সিনিয়র সহকারী প্রধান শিক্ষককে উপেক্ষা করে জুনিয়র শিক্ষক বেলায়েত হোসেন সিকদারকে প্রধান শিক্ষক বানানো হয়। বিদায়ী প্রধান শিক্ষক ও বর্তমান প্রধান শিক্ষকের সমর্থক অভিভাবকদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনাও ঘটে। গত সোমবার একদিনেই ৩৫ জন শিক্ষককে আকস্মিক চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। যথাযথ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চাকরি লাভের দেড় মাস পরই এসব শিক্ষক চাকরি হারালেন। স্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক শেখ সবদার আলীর সময় তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হওয়ার অপরাধেই স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও স্থানীয় সংসদ সদস্য তাদের বিদায় করেন বলে জানা গেছে।

দেখা যাচ্ছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বর্তমানে ক্ষমতাসীন দলের এমপিদের দলবাজি, দখলদারিত্ব আর খামখেয়ালিপনার শিকারে পরিণত হয়েছে। তারা ইচ্ছেমতো স্কুলের পরিচালনা কমিটির নির্বাচন স্থগিত করছেন। অনুগত এডহক কমিটির সদস্যদের দিয়ে স্কুল পরিচালনা করছেন, পছন্দের ব্যক্তিদের নিয়োগ করছেন, অপছন্দের ব্যক্তিদের অব্যাহতি দিচ্ছেন। এতে করে শিক্ষকরাও দলাদলিতে জড়িয়ে পড়ছেন চাকরি টিকিয়ে রাখার স্বার্থে ও পদোন্নতির জন্য। অভিভাবকরাও এ সঙ্কীর্ণ দলাদলিতে জড়িয়ে পড়ছেন। এতে করে শিক্ষার স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। হুমকিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার সার্বিক পরিবেশ। আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এমনিতেই ভালভাবে লেখাপড়া হয় না। নানা ধরনের সমস্যা ও সঙ্কট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রায় পঙ্গু বানিয়ে রেখেছে। এ পরিস্থিতিতে হাতেগোনা যে ক'টি ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলোও যদি সঙ্কীর্ণ দলীয় রাজনীতির খপ্পরে পড়ে নষ্ট হয়ে যায় তবে এর চেয়ে বড় দুঃসংবাদ আর কী হতে পারে?